দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07 MAY 1998
পৃঃ ৮ কলাম ২

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

অচল হয়ে পড়েছে দেশের একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়টি। গত সোমবার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন ৭০ শিক্ষক। এঁদের মধ্যে আছেন ৪ সিন্ডিকেট সদস্য, ৫ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ১৬ বিভাগীয় প্রধান, ৯ বিভিন্ন পরিচালক, ১ টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান, ৫ সিস্টেম এনালিস্ট, ৮ হল প্রভোস্ট ও ২১ সহকারী হল প্রভোস্ট। উপাচার্য তাঁর পদত্যাগপত্রে ব্যক্তিগত কারণের কথা উল্লেখ করলেও অন্যান্য পদত্যাগকারী 'বর্তমান পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়' বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনের ওপর সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করার কথাও বলা হয়েছে। এদিকে বুয়েট শিক্ষক সমিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। শিক্ষক সমিতি বলেছে, পদত্যাগকারী ভিসিসহ অন্যদের স্বীয় মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে হলে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে নতুবা তারা ক্লাসে যোগ দেবে না। সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সমিতির বাইরে কাউকে ভিসি নিয়োগ করা হলে তাঁকে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অচলাবস্থা সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রায় দু'মাস ধরে চলা একটি জটিলতা। ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তারা নতুন প্রবর্তিত নিয়মে স্থাপত্য ও প্রকৌশল অনুষদের জন্য একক পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে ভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি জানায়। ১ মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত তারা ক্লাস বর্জন করে। ৩ মার্চ তারা একটি স্মারকলিপি পেশ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে না নেয়ায় স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ২২ মার্চ থেকে আমরণ অনশনের কর্মসূচী পালন শুরু করে। ২৩ মার্চ প্র[illegible] সভাপতি[illegible] [illegible]ষ্ঠিত এক বৈঠকে [illegible] হয়, এ বছরের জন্য আগের পদ্ধতিতেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, শিক্ষামন্ত্রী বুয়েটে গিয়ে অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন। বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ভিসিসহ সকলেই মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে একই ইস্যুতে স্থাপত্য বিভাগে শিক্ষক আন্দোলন শুরু হয়। ১৫ মার্চ স্থাপত্য বিভাগের ১৫ শিক্ষক একযোগে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। ১৮ মার্চ বুয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে পৃথক পৃথক পত্র দিয়ে ২৫ মার্চের মধ্যে জানাতে বলেন তাঁদের পদত্যাগপত্র বহাল থাকবে কি থাকবে না। সে সম্পর্কে কিন্তু দু'জন পৃথক পৃথকভাবে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের কথা জানালেও ১৩ জন যৌথভাবে জানান পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের কথা। এই আবেদন বিধিসম্মত হয়নি বিধায় কর্তৃপক্ষ একাডেমিক কাউন্সেল সভা পর্যন্ত এ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখে। ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভা। এতে ১৩ সদস্যের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় যৌথ আবেদন বিধি সম্মত না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। এছাড়া স্থাপত্য বিভাগে ২১ এপ্রিল কোর্স রেজিস্ট্রেশন করার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়। উল্লেখ্য, ২৬ এপ্রিল এই কোর্স রেজিস্ট্রেশনের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মঘট করে। কিন্তু স্থাপত্য বিভাগের ২৪ শিক্ষকের মধ্যে ১৩ জনকে অব্যাহতি দেয়ার প্রতিবাদে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ৩ মে থেকে ধর্মঘট শুরু করে। ভিসি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পদত্যাগী শিক্ষকদের বিষয়ে নমনীয় পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছিলেন বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক শিক্ষকরা ১৩ শিক্ষকের পদত্যাগ বহাল রাখার দাবিতে কর্মসূচী পালন করেন। একটি ছাত্র সংগঠনও ঐ দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। বস্তুত স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং ভিসি ও সিন্ডিকেটের ওপর দুটি রাজনৈতিক পক্ষের পরস্পরবিরোধী চাপ বিষয়টিকে অমীমাংসেয় করে তোলে। অভিযোগ আছে, সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে সর্বশেষ চাপটি আসলে ভিসিসহ ৭০ জন পদত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পুরো বিষয়টিই দুর্ভাগ্যজনক, ভুল বোঝাবুঝি থেকে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য গোড়া থেকেই চেষ্টা করে আসছেন এবং চ্যান্সেলর হিসাবে ক্ষমতা থাকলেও তিনি কিছুই চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি, আলোচনা সমঝোতার নীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী, ধারণা করা গিয়েছিল সমাধানের একটি ফর্মুলা তিনি দেবেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন পরিস্থিতি জটিল এবং সুস্পষ্টভাবেই তিনি বলেছেন, উপচার্যের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। উপরন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির মূল্যায়নও তিনি করেছেন। কাজেই রাজনৈতিকভাবে কিছু ঘটেনি এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কিছু না ঘটে থাকলে এরকম একটা নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো কেমন করে সেটাই প্রশ্ন। দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরে জনৈক পদত্যাগকারী সিন্ডিকেট সদস্যের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, নিয়ম অনুসারে সিন্ডিকেট তার কোন সিদ্ধান্ত ৬ মাসের আগে নিজস্ব উদ্যোগে পুনর্বিবেচনা করতে পারে না। তবে বিষয়টি যদি চ্যান্সেলরের মাধ্যমে লিখিতভাবে আসে সে ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। ১৩ শিক্ষকের বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, বিষয়টি প্রায় মীমাংসার কাছাকাছি চলে এসেছিল। ঐ শিক্ষকরা চ্যান্সেলরের মাধ্যমে তাঁদের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আলাদা আলাদাভাবে আবেদন করলে সিন্ডিকেট তা বিবেচনায় প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার আগেই কোন বিশেষ মহল ভুল পরামর্শ দিয়ে থাকতে পারে।

এই বিষয়টিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ এদেশে এরকম ঘটনা ঘটা ব্যতিক্রম নয় বরং ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষমতার ভুল ও কড়াকড়ি প্রয়োগ করানোর অতিউৎসাহী বুদ্ধিদাতা রয়েছে প্রচুর। ফলে যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের আগে যে ফলাফল যাচাই করা উচিত সে সুযোগটাও অনেক সময় ক্ষমতাবানরা পান না।

এদিক থেকে বিবেচনা করে এখন বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত ও সর্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন দেশের আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠটির অস্তিত্বের বিষয়টি। এখানে আধুনিকতম শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হবে, এটাই সবার কাম্য। উপরন্তু এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পদাধিকারীরা একটি ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ধারক। ইতোমধ্যে জানা গেছে যে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এখনও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নয়, আইয়ুব আমলে প্রণীত ১৯৬১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি এখনও বলবৎ আছে। এসব বিষয়গুলিও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বিবেচনায় রাখা উচিত। এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সামাজিক মর্যাদা এবং সম্মান রক্ষা করা উচিত। এর ব্যত্যয় ঘটা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনাটি আবার তুলে ধরল শিক্ষাঙ্গনে পরস্পরবিরোধী রাজনীতির খেলার নোংরামীকে। আমাদের বিশ্বাস, ঘটনা যতদূর গড়িয়েছে এর বেশি আর গড়াবে না, যাতে না গড়ায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা উদ্যোগী হবেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সচল হোক— শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বিরাজ করুক— এই আমাদের কামনা।